# ইতিহাসের ধুলোকালি

পিনাকী ভট্টাচার্য

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

# সূচিপত্র

**মাদ্রাসা প্রসঙ্গ**

মাদ্রাসা ছাত্ররা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাবে
মাদ্রাসায় কেন জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে
মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্র পড়তে পারে কি
সিলেবাসকে হেফাজতিকরণ করা হয়েছে কি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ
কমিউনিটি এডুকেশন কেন প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে ভালো মডেল

**মুক্তিযুদ্ধ ভারত ও পাকিস্তান**

পাকিস্তান কি ৭১ এর কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল
ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কী খায়েশ নিয়ে সাহায্য করেছিল
মুক্তিযুদ্ধের সময় কি শুধু ভারতই শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল

**মৌলবাদ**

মৌলবাদ শব্দটা কীভাবে এলো
মৌলবাদী কে? মৌলবাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকা কি আবশ্যিক
'মৌলবাদ' বলতে কী বোঝায়

**কমিউনিস্ট দলগুলোর সমস্যা**

ভারতীয় কমিউনিস্টদের বর্ণবাদীতা
সিপিবি ও কোরান সুন্নাহর খেলাফ হয় এমন কোন অর্জন চায়নি ১৯৫৩ তে
সিপিবি কি একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল
স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধীতায় সিপিবি
বাংলাদেশের বামপন্থীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান
হিন্দু মহাসভার বয়ান কেন মনি সিংহের মুখে
কার্ল মার্ক্স কি রাষ্ট্রিয় খরচে প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ছিলেন

**হিন্দু ও মুসলমান প্রসঙ্গ**

বাংলাদেশে ‘সাম্প্রদায়িক’ শব্দটা কেন গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়
বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে কেন
হিন্দুরা কি বাংলাদেশে নিপীড়িত
এই ভূখণ্ডে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোথায় হয়
ভারতে মুসলমান নিপীড়ন বনাম বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন
কেন আমি নিয়ম করে সকাল-বিকাল মুসলমানদের যথোচিত গালিগালাজ করি না
স্বামী বিবেকানন্দের মুসলমান সমাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবলিত আসনের দাবী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার পায়তারা
হিন্দু মুসলিম সমস্যা নিয়ে কী হিন্দু মুসলিম নেতারাই কথা বলতে পারবে
বিচার মানি তালগাছ আমার

**ভারত ও বাংলা ভাগের দায়**

মুসলমানরা এবং মুসলিম লীগ দ্বি-জাতি তত্ত্বের জন্ম দেয়নি; দ্বি-জাতি তত্ত্বের জন্ম হিন্দুদের হাতে
ভারত ভাগের দায় কি মুসলমানদের আর জিন্নাহর
ভারতবর্ষে  মুসলমানদের আগমন কি আক্রমনকারী হিসেবে
বাংলা ভাগে দায় কার
ভারত ভাগের দায় কি মুসলীম লীগের

**ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান**

বৃটিশ শাসনের অবসানে ও মুসলমান সমাজের লড়াই
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান

**ভারতবর্ষ ও মুসলমান সম্পর্কে প্রচারিত ভুল ধারণা**

ভারতবর্ষে মুসলমানেরা আসার অনেক আগেই পর্দা বা অবরোধ প্রথা ছিল
ভারতে কি মুসলমান শাসকেরা হাজার হাজার মন্দির ভেঙেছে
এ পি জে আবদুল কালাম কেন ইফতার পার্টি দিতেন না
শহীদ তিতুমীর কি রেইসিস্ট

**ভারত সম্পর্কে ভুল ধারণা**

শত্রু সম্পত্তি আইনের মতো আইন ভারতে হয়েছে অনেক আগে
ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা
ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরুপ

হিন্দু রাজাদের হাতে ভারতের মন্দির ধ্বংসের অজানা ইতিহাস
ভারতের রাষ্ট্রিয় প্রতীক অশোক স্তম্ভে কি লেখা আছে
‘জাতিস্মর’ সিনেমা বাঙালি হিন্দুদের মোক্ষলাভ

**বখতিয়ার ও নালন্দা**
বখতিয়ার খলজি এবং নালন্দা ধ্বংস- ১
বখতিয়ার খলজি এবং নালন্দা ধ্বংস- ২
নালন্দা কি বখতিয়ারের আক্রমনেই ধ্বংস হয়েছিল
বখতিয়ারের নালন্দা ধ্বংসের মিথ

**রাশিয়া ও ইসলাম**
সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম
রাশিয়ার বিপ্লব ও মুসলমান মননে তার প্রভাব

**ইসলাম ও বিজ্ঞান**
‘ইসলামিক বিজ্ঞান’ প্রসঙ্গ- ১
‘ইসলামিক বিজ্ঞান’ প্রসঙ্গ- ২
‘ইসলামিক বিজ্ঞান’ প্রসঙ্গ- ৩
‘ইসলামিক বিজ্ঞান’ ছাড়া আজকের বিজ্ঞান অকল্পনীয় ছিল
মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান
বিজ্ঞান কি একটা ধর্ম? ব্রাত্য রাইসুর প্রশ্নের জবাব

**ভারত ও বাংলাদেশ ইস্যু**
এই ভূখণ্ডে হিন্দু-মুসলমানদের লজ্জার ইতিহাস ও আমাদের করণীয়
ভারতের পানি সন্ত্রাস
দুইয়ে দুইয়ে চার
গর্দভ নেতা সব রাষ্ট্রের জন্যই বিপদজনক
সোহরাওয়ার্দী প্রবলভাবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন

**মুক্তিযুদ্ধ**
জাফর ইকবাল: উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিলে কি চলবে
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র থেকে জিয়াউর রহমানের একটি মূল্যায়ন

**রাজনীতিঃ জাতীয়**

থেমিসের মূর্তি ভাঙা কোনো প্রতিক্রিয়াশীল কাজ নয়

**আমেরিকা, পশ্চিম ও মুসলমান সম্প্রদায়**

আমেরিকা দাস ব্যবস্থা ও মুসলমান সম্প্রদায়
সন্ত্রাসী হামলা ও মুসলমানদের গিল্ট কনসাশ
প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলা
পশ্চিম ইসলামকে বুঝতে পারেনি

**ধর্ম ও সভ্যতা**

ধর্ম অবমাননা মানবাধিকার লংঘন
তরুণ সম্প্রদায় কেন ধর্মের দিকে ঝুকে পড়েছে
পশ্চিমা সভ্যতার ভিত তৈরী করেছে খ্রিস্টধর্ম
ধর্ম অবমাননা একটি অপরাধ
ধর্ম কি মানুষে-মানুষে বিবেধ তৈরি করে
প্রত্যেক ধর্মকে তার নিজের আলোকেই মূল্যায়ন করতে হবে
আত্মা কি আছে
নাস্তিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার চর্চা, কখনো তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না

**বাংলা ও মুসলমান**

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানেরা
বাংলায় ইসলামের প্রসারের কারণ
বঙ্গে ইসলামি বিজয় কেন ভায়োলেন্ট হয়নি
বাংলা ভাষার উৎপত্তি কি সংস্কৃত ভাষা থেকে
বাংলা ভাষা ও মুসলমানদের অবদান
পর্দা প্রথা ও নারী

**ইসলামের প্রথা রাজনীতি ও মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে ভুল ধারণা**

জিজিয়া কর কি ভিন্ন ধর্মের ওপর অবিচার ও নিপীড়নমূলক কর ছিল
জামাত, হেফাজতের লক্ষ্য কি এক
বেহেশতের টিকিট কেনাবেচা
মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো বৈশ্বিক একক রাজনীতিক কেন্দ্র না থাকা

ইমরান খান প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিনের বক্তব্যের জবাবে
ইমরান খান কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন

**রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ**

রবীন্দ্রনাথ কি নাইট উপাধি পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন
রবীন্দ্রনাথ ও কি চাপাতির ভয় পেয়েছিলেন
ব্যাংক লুটের একাল-সেকাল

**বিবিধ ভুল ধারণা**

রাষ্ট্রধর্ম কি রাষ্ট্রের ধর্ম
মানবতাবাদ: একটা জনপ্রিয় কিন্তু ভুল বুঝা ধারণা
“মুক্তমনা” ব্লগটি কাঁদের এবং তাঁরা আসলে কী চায়
আমাদের ভূখণ্ডে ন্যায়ের ধারণা
ওড়না নিয়ে সেক্যুলার আপত্তি
ভাষা কখন রাজনীতি হয়ে ওঠে
যেখানে বিজ্ঞান শেষ, প্রজ্ঞার শুরু সেখানেই
রাষ্ট্রীয় নির্যাতনে রয়েছে ডেমোক্রেসির দার্শনিক উপাদান
জাতীয়তাবাদ কি একটি আদর্শ
ভারতবর্ষ এবং এশিয়ায় চুম্বন ভালোবাসার প্রতীক ছিল ন

# হিন্দু ও মুসলমান প্রসঙ্গ

**বাংলাদেশে 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটা কেন গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়?**

এটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। সম্প্রদায়ের সাথে থাকা, মিশে থাকা, সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা অনুভূতি থাকা কোনো নেতিবাচক কিছু না। ফলে অরিজিনালি নিজ সম্প্রদায়ের সাথে থাকা অর্থে সেখান থেকে 'সাম্প্রদায়িক' একটা ইতিবাচক শব্দ। ঠিক যেমন ইংরাজিতে কমিউন বা কমিউনিটি শব্দটা খুবই ইতিবাচক শব্দ। কোনো ডেরোগেশন বা ডেরোগেটরি শব্দও অর্থ নয় এটা।

বাঙলা ভাষাভাষীদের কাছে 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটাকে গালি হিসেবে ব্যবহার চালু করে তোলার কৃতিত্ব হিন্দুদের। এটা মুসলমানদেরকে গালি দেয়ার জন্য হিন্দুদের একটা আবিষ্কৃত শব্দ। এমনভাবে শব্দটা ব্যবহার করা হয় যেন এটা শুনতে শোনায় এমন–'তুই ব্যাটা মুসলমান'।

তাই এককালে এই শব্দটা কিন্তু পজিটিভ অর্থেই ব্যবহার করতো হিন্দুরাও। ১৮২৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দর্পন* পত্রিকায় একজন সম্পর্কে ভালো কথা বলার জন্য লেখা হচ্ছে–

'সাম্প্রদায়িক মর্য্যদক পরোপকারক সহনশীল মনুষ্য ছিলেন।'

এখানে সাম্প্রদায়িক শব্দটার অর্থ 'আপন সম্প্রদায়ের'। সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝাতে রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন এই শব্দটা। তিনি লিখেছেন–

'য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধোঁয়া আছে।'

এটা তিনি লিখছেন ১৯০৭ সালে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ অর্থে বিদ্বিষ্ট হিসেবে এই শব্দটার রবীন্দ্রনাথ আবার ব্যবহার করেছেন আরো পরে ১৯৩১ সালে। যেমন তিনি লেখেন–

> 'পিয়র্সন কয়েক জোড়া সবুজ রঙের বিদেশি পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তারা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাই নে। আশা করি কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায় নি, কিংবা এখানকার অন্য আশ্রিত পশু-পাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি।'

সেই কারণেই, প্রায় ১০০ বছর আগে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙলা অভিধানে 'সাম্প্রদায়িক' বলে কোনো শব্দ নেই। ১৯৩৪ সালে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে সাম্প্রদায়িক শব্দের অর্থ বলা হয়েছে–

১. সম্প্রদায় হইতে আগত ।

২. সম্প্রদায় বিশেষের মতাবলম্বী।

কিন্তু অধুনা সংসদ বাঙলা অভিধানে এই সাম্প্রদায়িকতা শব্দের এইবার একটা তিন নম্বর অর্থ যুক্ত হতে দেখি, তা হচ্ছে–'সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন'।

তাহলে আমরা খুব স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এই শব্দটাকে একটা গালি হিসেবে ব্যবহারের জন্য এখানে খুব কৌশলে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু গালিটা কাকে?

এবার দেখুন এটার প্রথম দিককার পলিটিক্যাল ব্যবহার।

১৯৩৭ সালে শেরেবাংলা অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়ে বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব আইনের একটা সংশোধনী বিল আনেন। সেই বিলে তিনটা সংশোধনী ছিল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের। বলে রাখা ভালো, এই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন দিয়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের জমি কেড়ে নিয়ে জমিদারি প্রথার আইনি ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়।

শেরেবাংলার সংশোধনীগুলো ছিল:

১. রায়ত যদি জমি হস্তান্তর করতে চায়, জমিদারের বাগড়া দেয়া ছাড়াই জমি স্বাধীনভাবে হস্তান্তর ও ভাগ করতে পারবে।

২. জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার রদ করা হয়।

৩. সেলামি ও নজরানা ফি নামের জমিদারকে দেয় জমি হস্তান্তর ফি বাতিল করা হয়।

খেয়াল করলে দেখবেন জমিদারের কর্তৃত্বকে ব্যাপকভাবে খর্ব করা হয়েছিল এই বিলে। হিন্দু জমিদাররা এই প্রথম এই বিলকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে প্রত্যাখ্যান করে। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কী আছে? এটা তো একটা প্রগতিশীল পদক্ষেপ। জমিদারের পেটে লাথি মেরেছে ঠিকই, কিন্তু এটা 'সাম্প্রদায়িক' হয় কীভাবে?[১]

এরপরে ১৯৪৮-এর ৭ এপ্রিল পূর্ব বাঙলা বিধান পরিষদে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের জন্য 'পূর্ববাঙলা জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ত্ব বিল' উত্থাপন করা হয়। বিধানসভার নেহেরু কংগ্রেসের সদস্যরা বিলটির বিরোধিতা করেন। একজন বিধায়ক বলেন–

---

[১]. বাঙলা ভাগ হল; জয়া চ্যাটার্জি, ইউপিএল, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১২৫

> ‘স্যার, আমি এ ব্যাপারে আরো বলতে চাই যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ বড় জমিদাররা হিন্দু হবার ফলে তা প্রস্তাবিত বিলটিকে একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করবে।’[২]

এই কংগ্রেসি আলোকে এইবার সাম্প্রদায়িকতা আর অসাম্প্রদায়িকতা শব্দ দুইটার মর্মার্থ খুঁজুন। এর মর্মার্থ হচ্ছে, আমার সেই জমিদারির রুস্তমি ফিরিয়ে দাও।

সেক্যুলার বয়ানে তাই সাম্প্রদায়িকতা মানে জমিদারি কেড়ে নেয়া; আর অসাম্প্রদায়িকতা মানে হচ্ছে জমিদারি ফেরত দেয়া। অবশ্য তারা জমিদারি মানে ম্যাটারিয়াল ফর্মে জমিদারি বুঝায় না। যা বুঝায়, তা হচ্ছে সেই জমিদারী শান শওকত, সামাজিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক প্রভাব, কালচারাল রুস্তমি এগুলো সবই।

তার মানে, হিন্দুদের তৈরি বয়ানে, চিন্তার কাঠামো এবং কন্সট্রাকশনের যেই বিরোধিতা করবে, হিন্দুদের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অথরিটি করে সাজানো বাগানের অর্ডার বা শৃঙ্খলায় যে আঘাত করবে, ভিন্নভাবে সাজাতে চাইবে, নিজের ভাগ অধিকার চাইবে–সেক্যুলার এবং হিন্দুকুল তাঁকে ‘সাম্প্রদায়িক’ আখ্যা দেবে।

## বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে কেন?

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতে একটা প্রচারণা আছে যে, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে; কারণ তাঁরা বাংলাদেশে মুসলমানের নির্যাতনের কারণে থাকতে পারে না, তাই তাঁরা দেশত্যাগ করে। এই বয়ানের পক্ষে তাঁরা সবসময় সোচ্চার থাকে। অস্বীকার করছি না যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতিত হয়। কিন্তু নির্যাতনের কারণে দেশত্যাগ করায় হিন্দুদের সংখ্যা কমছে, এটা কোনোভাবেই তথ্য সমর্থন করে না।

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমার দুটো প্রধান কারণ–

১. ভারতের হিন্দুত্ববাদ ভারত রাষ্ট্রকে হিন্দুদের পিতৃভূমি এবং পবিত্রভূমি বলে দাবি করে। তাই এই রাষ্ট্র অভারতীয় রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে একটা বিকল্প নাগরিকত্বের সম্ভাবনা জাগুরুক রাখে। তাঁরা ভারত রাষ্ট্রকে অবচেতনে নিজের পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে ভাবতে থাকে। ভারত রাষ্ট্র হিন্দুত্ববাদ দিয়ে তাঁদের এক তীব্র ধর্মীয় জজবায় আকর্ষণ করতে থাকে। একইভাবে শ্রীলঙ্কান তামিলদের ভারতে মাইগ্রেশনের একটা ট্রেন্ড আছে। নেপাল থেকে হিন্দুদের তো ভারতে মাইগ্রেশন হয় না। কারণ তারাই তাঁদের রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

---

২. পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি; বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা: ১৩১-১৩২

২. হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রজনন হার কম। ১৯০১ সাল থেকে হিন্দুদের প্রজনন হার মূলত ২-৫ শতাংশ। ১৯৪১ সালেই তা একবার ১০%-এর উপরে উঠেছিল। মুসলমানদের প্রজনন হার ১৯৪৭-এর পর থেকেই ২০%-এর উপরে। অবাক করার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকী শেষ সেনসাসে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ধর্মীয় নির্যাতনই যদি জনসংখ্যা কমার একমাত্র কারণ হতো তাহলে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান জনসংখ্যা বাড়ার কোনো কারণ ছিল না।

তাহলে বাংলাদেশে ধর্মীয় নির্যাতন নিয়ে কি আমাদের কিছুই বলার নাই? নিশ্চয় আছে।

এই সমস্যা আসলে কোনো ধর্মীয় সমস্যা নয়। এই সমস্যা আসলে রাষ্ট্র গঠনের সমস্যা। একটা সফল রাষ্ট্র বানাতে পারলে এই সমস্যা থাকতো না। এপার এবং ওপারের সেক্যুলাররা মনে করে, বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে না পারলে বুঝি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে হিন্দু বা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। হিন্দু যে কারণেই নির্যাতিত হোক, তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের হাতে সংখ্যালঘু হিন্দুর অত্যাচার-নির্যাতন হিসেবে ব্যাখ্যা যেন করতেই হবে। হিন্দু নির্যাতন মাত্রই সাম্প্রদায়িকতা প্রমাণ করবার অভ্যাস থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। হিন্দু যে কারণেই নির্যাতিত হোক, তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের হাতে সংখ্যালঘু হিন্দুর অত্যাচার-নির্যাতন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এটাই ওয়ার অন টেরর প্রোজেক্টের বয়ান। যার লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের বর্বর, পরধর্মে অসহিষ্ণু , ভিন্নচিন্তার প্রতি খড়গহস্ত হিসেবে দেখানো।

বাংলাদেশের হিন্দুদের নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে হিস্যা দাবি করতে হবে। অথচ অবাক বিষয়, বাংলাদেশের হিন্দুরা নাগরিক হিসেবে নয়, বরং হিন্দু হয়ে আলাদা সুরক্ষার দাবি তুলছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে হিন্দুদের জন্য আলাদা আসন দাবি করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট আরো স্পষ্টভাবে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, পৃথক মন্ত্রণালয় ও সংসদে ৬০টি সংরক্ষিত আসনের দাবি জানিয়েছে।

এটা ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের শাসন চলছে, সেই শাসকদের অংশ হিসেবে হিন্দুরাও জাতীয় সংখ্যাগুরু। বাঙালি জাতির অংশ হিসেবে তার সম্প্রদায়গত অবস্থান নির্যাতিতের নয়।

বাংলাদেশে যে ফ্যাসিস্ট শাসন জনগণের ওপরে চেপে বসেছে, তার ভিত্তিকে প্রশ্ন করতে না শিখলে আমরা কখনোই বাংলাদেশকে একটা অগ্রসর রিপাবলিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো না। হিন্দু নির্যাতনের ফয়সালা তো দূরের কথা।

## হিন্দুরা কি বাংলাদেশে নিপীড়িত?

'হিন্দুরা বাংলাদেশে নিপীড়িত' এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বয়ান। এই ইন্ডিয়ান পজিশনকে ইন্টেলেকচুয়ালি সাপোর্ট করে বাংলাদেশের বাম, সেক্যুলার ও চেতনাজীবীরা। ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে একটা আধুনিক রিপাবিলিক হিসেবে না দেখিয়ে নানা ধর্মে বিভক্ত রাষ্ট্র হিসেবে চিন্তা করে। সেই রাষ্ট্রে নাগরিকের বদলে হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায় বাস করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা হিন্দুদের কুপিয়ে দেশছাড়া করছে। এই বয়ান হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে সুবিধা দেয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট চরিত্রের কারণে এই রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমানভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতি–এই সত্যটাকেও আড়াল করা যায়। সরকারের চিন্তার বাইরের রাজনৈতিক চিন্তার লোকেরা যে নিজের ভিটায় যেতে পারে না, মাঝে-মধ্যে সেই সত্যটাও আড়াল হয়ে যায়। গুম, অপহরণ, ক্রসফায়ার, জেল-জুলুম আর গুলিতে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় অনেক বেশি নির্যাতিত হয়েছে, তার যে অনেক বেশি রক্ত ঝরছে, জীবন গেছে, সেই সত্যটাও আড়াল হয়ে যায়।

ইন্ডিয়ান এই যুক্তির পক্ষে তাঁরা যে তথ্য হাজির করে, তা হচ্ছে– বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে, তারা দেশত্যাগ করছে। অথচ বাংলাদেশে খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকী শেষ সেনসাসে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ধর্মীয় নির্যাতনই যদি জনসংখ্যা কমার একমাত্র কারণ হতো, তাহলে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান জনসংখ্যা বাড়ার কোনো কারণ ছিল না। এর কারণ অন্য কোথাও।

কলকাতার বর্ণ-হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে থাকতে চায়নি ১৯৪৭-এ। তাঁদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চায়নি। তাই মুসলমানরা না চাইলেও হিন্দুদের জেদের কারণে বাংলা ভাগ হয়েছে। হিন্দুরা মুসলমানের সাথে এক দেশের নাগরিক হয়ে থাকবে না, তাই তাঁরা সেই সময় থেকে দেশত্যাগ করছে। এটা সম্প্রদায়গত সচেতন সিদ্ধান্ত। কিন্তু এর দায় চাপাতে চায় বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর। এখানে বাঙালি মুসলমানের কোনো দায় নেই। ভারতের হিন্দুত্ববাদ ভারত রাষ্ট্রকে হিন্দুদের পিতৃভূমি এবং পবিত্রভূমি বলে দাবি করে। তাই এই রাষ্ট্র অভারতীয় রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে একটা বিকল্প নাগরিকত্বের সম্ভাবনা জাগুরুক রাখে। তাঁরা ভারত রাষ্ট্রকে অবচেতনে নিজের পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে ভাবতে থাকে। ভারত রাষ্ট্র হিন্দুত্ববাদ দিয়ে তাঁদের এক তীব্র ধর্মীয় জজবায় আকর্ষণ করতে থাকে। একইভাবে শ্রীলঙ্কান তামিলদের ভারতে মাইগ্রেশনের একটা টেন্ড আছে। নেপাল থেকে হিন্দুদের তো ভারতে মাইগ্রেশন হয় না। কারণ তারাই তাঁদের রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

'আমরা বাংলাদেশে মুসলমানের লগে মিলামিশা থাকুম' এই চিন্তা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেদিন থেকে শুরু হবে, সেদিন বাংলাদেশে নতুন জমানার শুরু হবে। হিন্দু নির্যাতনের ইন্ডিয়ান রেকর্ড বাজিয়ে বাংলাদেশে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না। এটা যত তাড়াতাড়ি বাম, সেক্যুলার ও চেতনাজীবীরা বুঝবে ততই হিন্দুদের মঙ্গল।